প্রসপেক্টাস

লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

www.lisc.com.bd E-mail.lessonidealschool@gmail.com Fb page: Lesson Ideal School & College

সূচীপত্র

নং	বিবরণ/বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	সভাপতির বাণী	০১
০২	অধ্যক্ষের বাণী	০২
০৩	সহকারী প্রধান শিক্ষকের বাণী	০৩
০৪	বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি	০৪
০৫	বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থান	০৪
০৬	শিক্ষক/শিক্ষিকা পরিচিতি	০৫
০৭	অনুমোদন	০৬
০৮	পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ নির্দেশনা	০৬
০৯	শিক্ষাদান পদ্ধতি	০৬
১০	Feed Back Class	০৭
১১	গাইড শিক্ষক	০৭
১২	বিষয় শিক্ষক	০৮
১৩	শ্রেণি শিক্ষক	০৮
১৪	উপস্থিতি	০৮
১৫	Home Work & Home Visit	০৮
১৬	শিক্ষক প্রশিক্ষণ	০৮
১৭	প্রধান শিক্ষককে আব্রাহাম লিংকনের চিঠি	০৯
১৮	প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সমূহ	১০
১৯	প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১১
২০	ব্যাক্তিগত প্রতিবেদন ও ডায়েরী	১১
২১	শিক্ষাবর্ষ	১১
২২	আয়ের উৎস	১২
২৩	নির্ধারিত শিক্ষাব্যয়	১২
২৪	পাঠদান পদ্ধতি	১৩
২৫	বইপত্র ও অন্যান্য তথ্য	১৩
২৬	শিক্ষা উপকরণ এর ব্যবহার	১৩
২৭	অডিও ভিজুয়াল শিক্ষা মাধ্যম	১৩
২৮	পরীক্ষা পদ্ধতি	১৪
২৯	ফলাফল প্রকাশ	১৪
৩০	জাতীয় দিবস পালন	১৪
৩১	এক নজরে বিগত বছরের ফলাফল	১৫
৩২	বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম	১৬
৩৩	অভিভাবক অতিথি মতবিনিময়	১৬
৩৪	বিশেষ সার্ভিস	১৭
৩৫	পার্সোনাল ফাইল	১৭
৩৬	White Board	১৭
৩৭	রেকর্ড সংরক্ষণ	১৭
৩৮	ব্যবহারিক ক্লাস	১৭
৩৯	নিয়ম শৃঙ্খলা	১৮
৪০	অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ	১৮
৪১	নাযেরা ও নূরানী শিক্ষা	১৯
৪২	ভর্তি পদ্ধতি	২০
৪৩	বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তির সম্ভাব্য বয়সসীমা ও ক্লাসের সময়সূচী	২০
৪৪	একাডেমিক খরচ/বিবিধ ফি সমূহ	২০
৪৫	পোশাক-পরিচ্ছদ	২০
৪৬	শীতকালীন	২১
৪৭	নিরাপত্ত ব্যবস্থা	২১
৪৮	ভর্তি বাতিল নিয়মাবলী	২১
৪৯	পাঠ্য বিষয়সমূহ	২১
৫০	শিক্ষার্থীদের কবিতা ও গল্পসমূহ	২২-২৬
৫১	ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে আঁকা কিছু ছবি	২৭-২৯
৫২	স্মৃতির পাতায় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ	৩১-৪০

সার্বিক সহযোগিতা ঃ ১. সাবরিনা জোয়াদ্দার সিলভা, ২. নূর আল হোসাইন রাবিন, ৩. আঁখি আক্তার ঢালী

মূদ্রণে ঃ সুমাইয়া অফসেট প্রেস, টঙ্গী বাজার-০১৭৮২-১৯১৭৫৪

প্রকাশনা সাল ঃ ২০২৪

আসসালামু আলাইকুম,

সভাপতির বাণী

লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ এর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। "শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড" বলা আবশ্যক, আমাদের দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার বিদ্যমান। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শুধু পাশের দিকে লক্ষ্য থাকে। আসলে, শিক্ষার অন্তঃসার আয়ত্ত করা আর গলধকরণ করা এক কথা নয়। শিক্ষাকে হতে হবে চমকপ্রদ, জীবননিষ্ঠ ও আনন্দদায়ক। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাকে বিনোদনের মাধ্যমে পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে হাতে নিয়েছে, যাতে একজন শিক্ষার্থী শুধু ভাল ফলাফল নয়, সাথে সাথে একজন আদর্শবান ও সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। এই প্রত্যাশায় দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রতিযোগিতাপূর্ণ এ বিশ্বে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে যোগ্য মানব-সম্পদ তৈরির ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের নিরলস প্রচেষ্টা ও অকৃপন শিক্ষাদান পদ্ধতি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি দক্ষ জনশক্তি হবার মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের অন্যতম শিখরে। ভবিষ্যতের দিনগুলোর মূল বিবেচনায় রেখে চলে আমাদের কার্যক্রম। তাই আমাদের হাতে গড়া ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতকার্যের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সাফল্য অব্যাহত রাখতে চাই।

শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত নৈতিকতা দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেম উজ্জীবিত করে জ্ঞানের প্রকৃত অনুরাগী ও প্রতিশ্রুতিশীল পেশাজীবি, সর্বোপরি সুন্দর ও আলোকিত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষাদান করাই আমাদের আপ্রান প্রচেষ্টা।

আলহাজ্ব এ্যাড. মোঃ আজমত উল্লা খান
সভাপতি, গাজীপুর মহানগর আওয়ামীলীগ ও
চেয়ারম্যান, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

আসসালামু আলাইকুম,

অধ্যক্ষের বাণী

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে" কবির এই চিরন্তন বাণী আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখে, আমরা একজন শিশুকে কীভাবে, কেমন করে, কী পরিবেশে ভবিষ্যতে গড়ে তুলতে চাই? বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী ধ্বনিত হচ্ছে একটি শ্লোগান "সবার আগে শিশু"। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ববাস্তবতার প্রেক্ষাপটে মানুষ এখন শিকড়ের সন্ধান করে চলেছে। মানব জীবনের শিকড় হচ্ছে শৈশবকাল। পরবর্তী সময়ের বিকাশ মূলত নির্ভর করে এ সময়ের গঠন পদ্ধতির উপর। এ কারণে উন্নত জাতিসমূহ অনেক আগে থেকে গুরুত্ব দিয়েছে শিশু শিক্ষাকে এবং এর সুফলও পেয়েছে তারা তাৎক্ষণিকভাবে। আজকে আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষ ঈর্ষার চোখে তাদের দিকে তাকাই। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচরণ ও বিত্ত-বৈভব আমাদের দৈন্যতাকে আরও প্রকট করে তোলে। তথাপি আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় না। আমাদের জাতিগত দুর্ভাগ্য এই যে, এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা আজ সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। আর এ অবস্থা থেকে উত্তরণের আশায় ২০১২ সালে শুরু হয় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের স্কুল শাখার যাত্রা। জগদ্বিখ্যাত চিন্তাবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "যে ব্যক্তি শিশুকে সম্মান করে না তার বাবা-মা বা শিক্ষক হবার যোগ্যতা নেই"। তাই আধুনিক শিক্ষা, আলোকিত মানুষ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ এর আগামীর পদচারণা।

লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলনীতি হচ্ছে সৃজনশীল ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে একুশ শতকের উপযুক্ত একটি শিক্ষিত ও আলোকিত জাতি গঠন, শৃঙ্খলা বোধ ও সম্প্রীতি ছাড়া জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়।

শিক্ষার পাশাপাশি আমরা শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধে উজ্জীবিত করে সার্বিক উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে ছাত্র-ছাত্রীদের হতে হবে অধ্যবসায়ী শিক্ষকগনের হতে হবে কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্ব পালনে অবিচল এবং অভিভাবকগণের হতে হবে সচেতন।

আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা আমাদের আগামী দিনের পথ চলার অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

সকলের প্রতি শুভ কামনা রইল।

মোঃ জসিম উদ্দিন (এম.বি.এস)
প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ
লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

আসসালামু আলাইকুম,

সহকারি প্রধান শিক্ষকের বাণী

আলহামদুল্লিাহ প্রতি বছরের ন্যায় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষালয় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, টঙ্গীর "বার্ষিকী ২০২৩" প্রকাশিত হওয়ায় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমের আরও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে শিশু কিশোরদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে দেশ প্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও ধারাবাহিক সৃজনশীলতায় নিয়োজিত রাখাই বার্ষিকীর প্রধান লক্ষ্য।

২০১২সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষায় বারবার শীর্ষ স্থান অর্জন করার পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবেও পুরস্কৃত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্র, অভিভাবক সকলকে মুবারাকবাদ জানাচ্ছি। তাছাড়া যাদের লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলেছে তাদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বার্ষিকী সম্পদনা পর্ষদসহ যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন এ প্রতিষ্ঠানকে কিয়ামত পর্যন্ত হেফাজতকরেন এবং আমাদের সকলের জন্য সদকায় জারিয়া হিসেবে কবুল করেন আমিন।

মোহাম্মদ উল্লাহ্
সহকারী প্রধান শিক্ষক
লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি

প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
প্রতিষ্ঠাতা	ঃ মোঃ জসিম উদ্দিন (এম.বি.এস)
অবস্থান	ঃ উত্তর আউচপাড়া, খাঁ পাড়া রোড, টঙ্গী পশ্চিম থানা সংলগ্ন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
ভবন	ঃ নিজস্ব ভবনে ২য় তলা বিশিষ্ট। নতুন ভবনের নির্মনাধীন।
ই-মেইল	ঃ lessonidealschool@gmail.com
ওয়েবসাইট	ঃ www. lessonidealschool.com
মোবাইল	ঃ +৮৮০ ১৯২৭-৮৭৩৭৫৭, +৮৮০ ১৯৬৮-৭৭৪১৮১

বর্তমান অবস্থান

২০১২ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে ক্রমাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে রয়েছে শিক্ষার তিনটি পূর্ণাঙ্গ স্তর প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত মর্যাদা দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্কুলটির সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মোঃ জসিম উদ্দিন (এম.বি.এস), কর্তৃক পরিচালিত অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ। মানসম্মত আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দক্ষ যোগ্য ও সুনাগরিক তৈরির লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ। সুশিক্ষাই হলো সমৃদ্ধ জাতির পূর্বশর্ত। "সুশিক্ষায় সুনাগরিক" শ্লোগানকে সামনে রেখে লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ তার পথচলা শুরু করেছে। আলোকিত মানুষ তৈরির মহান ব্রত নিয়ে এ পথচলা অব্যাহত থাকবে। আমরা মনে করি শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা সম্ভব। ফলশ্রুতিতে বিনির্মাণ হবে সুশিক্ষিত জাতি। আর সুশিক্ষিত জাতিই সমৃদ্ধ দেশ গঠন করতে পারে। সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ, সকল শ্রেণির মানুষের সন্তানদের মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ। ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা চালুসহ এ অঞ্চলে যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষে "লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ" নামে একটি স্বতন্ত্র কলেজে রুপান্তর করা হবে। এতে লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। সুশিক্ষিত জাতি গঠন, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠ এবং যে কোন জাতীয় দায়িত্ব পালনে লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ তার আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা পরিচিতি

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষক শিক্ষার মেরুদন্ড। তাই লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দিয়েছেন একদল তরুণ, পরিশ্রমী, মেধাবী ও উচ্চমানের শিক্ষক, যাদের রয়েছে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের গভীরতা ও দক্ষতা। আমাদের শিক্ষকগণ নিজ নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতায় গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম।

অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা:

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা
০১	**মোঃ জসিম উদ্দিন** প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও প্রিন্সিপাল-০১৯২৭৮৭৩৭৫৭	বিবিএস, এমবিএস (হিসাব বিজ্ঞান)
০২	**মোহাম্মদউল্লাহ** সহকারি প্রধান শিক্ষক-০১৭২৪০৬৭১৬২	কামিল (এম.এ)
০৩	**মোঃ সানাউল্লাহ** সহকারি শিক্ষিক-০১৯২১৭৬৯৮৩০	বিএ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)
০৪	**সোনিয়া আক্তার** স্কুল ইনচার্জ-০১৯৬৮৭৭৪১৯০	বিএ (অনার্স), (ইসলাম শিক্ষা)
০৫	**মোঃ রাশেদুল ইসলাম** সিনিঃ সহকারি শিক্ষক-০১৯২৩৭৫০১০৬	বিবিএস (অনার্স), এমবিএস (হিসাব বিজ্ঞান)
০৬	**মোঃ ইকবাল হোসাইন** সিনিঃ সহকারি শিক্ষক-০১৯২৬-০৬২৪০০	বিএসসি, অনার্স উদ্ভিদ বিজ্ঞান
০৭	**মোসাঃ মেহেরুন্নেছা পলি** সিনিঃ সহকারি শিক্ষিকা-০১৯৯২৪০১৬৬৩	বিএ (অনার্স), (ইসলাম শিক্ষা)
০৮	**মোসাঃ নাসিমা আক্তার** সিনিঃ সহকারি শিক্ষিকা-০১৯৬৮৭৭৪১৯০	বিএ (অনার্স), এম.এ (ইসলাম শিক্ষা)
০৯	**মোসাঃ আঁখি আক্তার** সহকারি শিক্ষিকা-০১৯৩৫৮০৮৯৮৮	বিবিএস (অনার্স), এমবিএস (ব্যবস্থাপনা)
১০	**মোসাঃ সাবরিনা জোয়াদ্দার সিলভা** সহকারি শিক্ষিকা-০১৯৮৯৬১৭৬৯২	বিএসসি (কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং)
১১	**মোঃ রাবিন হোসাইন** দিবা শাখা ইন-চার্জ-০১৯৪২৫০৬৩৭২	বিএ (অনার্স), এম.এ (ইসলাম শিক্ষা)
১২	**মোঃ মামুনুর রশিদ** সিনিঃ সহকারি শিক্ষক-০১৭৪৮-৬০৮৮১১	বিএসসি (অনার্স), এমএসসি (গণিত)
১৩	**মোঃ জাকির হোসেন** সিনিঃ সহকারি শিক্ষক-০১৭৯৪-৮৯১৫৩৯	বিএসসি (অনার্স), (গণিত)
১৪	**মোঃ মাসুম** সহকারি শিক্ষিক-০১৮১১৪০৪২৯২	বিএসসি, ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট
১৫	**মোসাঃ ফারহানা আক্তার** সহকারি শিক্ষিকা-০১৯২৮-৭২৮৩৬৬	বিবিএস (অনার্স), এমবিএস (হিসাব বিজ্ঞান)
১৬	**হাফেজ মাওলানা মোঃ ওবায়দুল্লাহ** সহকারি শিক্ষিক-০১৬১৭৯৩২২২৮	দাউরায়ে হাদীস (মাস্টার্স)
১৭	**মোছাঃ ফাহমিদা মৌ** সহকারী শিক্ষিকা-০১৯৭৯-২৪০৪৮২	বিকম (হিসাব বিজ্ঞান)
১৮	**মোঃ ইবরাহিম খান** হিসাবরক্ষক-০১৯৪২৭০৬৪৬২	বিবিএস (অনার্স) হিসাব বিজ্ঞান
১৯	**মোসাঃ নীলা আক্তার** সহকারি শিক্ষিকা-০১৯৯৮-৪২৬৩৫৯	বিএসএস (অনার্স অধ্যয়নরত), রাষ্ট্র বিজ্ঞান

অনুমোদন

লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদিত। যার অনুমোদিত স্কুল কোড: ৪৬৯৬৯০, IPEMIS কোড: ৩০৭০৬০৩২৮।

পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ নির্দেশনা

শিক্ষকগণ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ নির্দেশনা তৈরি করে। প্রতি মাসের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে "Day Based Monthly Lesson Plan" দিয়ে দেওয়া হয় যাতে ছাত্ররা শুরুতেই সমগ্র মাসের দিন ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা জানতে পারে এবং এই হিসেবে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। পাঠ পরিকল্পনার আলোকেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণ প্রয়োজনীয় পাঠ নির্দেশিকা দিয়ে থাকেন এবং প্রতিটি ক্লাস শিক্ষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা: আমরা শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে থাকি। যাতে তারা নিজেদের ধ্যান ধারণা বিকাশের সুযোগ পায়। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো করে শিখুক আর শিক্ষকদের সহায়তায় শ্রেণিকক্ষ হয়ে উঠুক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান। এজন্য "Interactive Method" সহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে পাঠকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করা হয়। ফলে শ্রেণিতে নিয়মিত উপস্থিত থাকা ছাত্ররা শিক্ষকদের ক্লাস থেকে পাঠ উদ্ধার করতে পারে। সমাধান ক্লাস: কোন ছাত্র স্বাভাবিক ক্লাসে কোন পাঠ অনুধাবনে সক্ষম না হলে তাদের জন্যে সপ্তাহে এক দিন বিষয় ভিত্তিক বিশেষ সমাধান ক্লাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সুতরাং কোন এক সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সমস্যা থাকলে তা সমাধান ক্লাসের মাধ্যমে সমাধান করতেপারে।

Feed Back Class । বাড়ির কাজ

শিক্ষকগণ শ্রেণিতে পাঠদানের পর সিলেবাস এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত বাড়ির কাজ দিয়ে থাকেন এবং পরবর্তী কার্যদিবসে তা আদায় করে নেন। কোন শিক্ষার্থী বাড়ির কাজ দিতে ব্যর্থ হলে ছুটির পর অতিরিক্ত সময় থেকে তা সমাপ্ত করে যাবে। তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধান: বাসায় বাড়ির কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থী কোন সমস্যায় পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে সংশিণ্টষ্ট বিষয় শিক্ষককে ফোন দিয়ে "Phonic Solution" নিতে পারে।

গাইড শিক্ষক

প্রতি ১০ জন শিক্ষার্থীর জন্য এক একটি দল একেকজন শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত থাকে। উক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁর অধীনস্থ ঐ নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর প্রতিদিন যথাসময়ে স্কুলে আগমন, প্রস্থান, বিভিন্ন পরীক্ষার যথাযথ অংশগ্রহণ ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ, অনুপস্থিতি ও পড়াশোনার তদারকি করে থাকেন। অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, শিক্ষার্থীদের আচরণ ও পাঠোন্নয়ন ইত্যাদি যথাসময়ে অধ্যক্ষ মহোদয়কে অবহিতকরণ ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ বাস্তবায়ন করা এবং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক সুবিধা-অসুবিধা জ্ঞাত হয়ে তাদেরকে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে পাঠে অধিকতর মনোযোগী ও অগ্রগামী করা গাইড শিক্ষকের দায়িত্ব। গাইড শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের সামগ্রিক তথ্যাদি "Report Form" এ লিপিবদ্ধ করে অধ্যক্ষের নিকট জমা দেন। তিনি অধ্যক্ষের পরামর্শের আলোকে পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বিষয় শিক্ষক

বিষয় শিক্ষক শ্রেণিতে তার নিজ বিষয়ে পাঠদানকে অবশ্যই ফলপ্রসূ করবেন। ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য উপায়ে পাঠ উপস্থাপন করবেন। তার বিষয়ে একাধারে জ্ঞানসমৃদ্ধকরণ ও উত্তম ফলাফলের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিবে। কিছুটা দুর্বল/ পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য বিশেষ ক্লাস /Detention Class এর ব্যবস্থা নিবেন। Home Work নিশ্চিত করতে অভিভাবকের সহযোগিতা নিবেন। সময়মত Home Visit করবেন। সর্বোপরি তার বিষয়ে অভ্যন্তরীণ ও বোর্ড বিষয়ে উত্তম ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় Positive কৌশল ও কর্মপন্থা অবলম্বন করবেন।

শ্রেণি শিক্ষক

শ্রেণি শিক্ষক তার নির্ধারিত শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিষয়ে নজর রাখবেন। নিজ বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের অগ্রগতি জানবেন। তিনি তার শ্রেণির গাইড শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। এবং তাদের মতামতের আলোকে অধ্যক্ষের সাথে আলাপ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা নিবেন। কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীরা কোন শিক্ষকের পাঠ বুঝতে না পারলে অথবা কোন শিক্ষকের শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদিত না হলে বিষয়টি অধ্যক্ষের নজরে আনবেন।

উপস্থিতি

শিক্ষাবোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণিতে প্রতি বিষয়ে ৭৫% এর উর্ধ্বে উপস্থিতি থাকতে হয়। ৬০-৭৫% উপস্থিতি শিক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষায় নিয়মানুসারে নির্বাচিত হলে ৩০০ টাকা অতিরিক্ত ননকলেজিয়েট ফিস প্রদান করে ফরম পূরণ করতে হয়। ৬০% এর কম উপস্থিত শিক্ষার্থীর বোর্ড পরীক্ষায় ফরম পূরণের সুযোগ নেই। তাই ৬০% এর বেশি উপস্থিতি সম্পন্ন শিক্ষার্থীকেই কেবল নির্বাচনি পরীক্ষার জন্য যোগ্য ঘোষণা করা হয়।

Home Work & Home Visit

বিষয় শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণিতে পাঠ বুঝানোর পর পরিমিত Home Work দেয়া হয়। শিক্ষার্থীকে বিষয় ভিত্তিক এ সব Home Work বাড়িতে যথা সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে এ স্কুলে "Day Based Lesson Plan" ভিত্তিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সতুরাং উত্তম ফল লাভের জন্য দিনের পাঠ দিনেই শেষ করতে হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

স্কুলের শিক্ষার্থীদের সময়োপযোগী শিক্ষাদান, মেধাবিকাশ যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। উক্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নেন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক এবং শিক্ষকগণ। প্রশিক্ষকগণের গবেষণা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও তথ্য প্রয়োগ করে আমাদের সৃজনশীল শিক্ষকমন্ডলী শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত পাঠকে আকর্ষণীয় করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেন।

নিজ সন্তানকে শিক্ষালয়ে প্রেরণের সময় প্রধান শিক্ষককে

মাননীয় মহোদয়,

আমার পুত্রকে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার কাছে প্রেরণ করলাম। তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন- এটাই আপনার কাছে আমার বিশেষ দাবি। আমার পুত্রকে অবশ্যই শেখাবেন- সব মানুষই ন্যায়পরায়ণ নয়, সব মানুষই সত্যনিষ্ঠ নয়। তাকে এও শেখাবেন, প্রত্যেক বদমায়েশের মাঝেও একজন বীর থাকতে পারে, প্রত্যেক স্বার্থপর রাজনীতিকের মাঝেও একজন নিঃস্বার্থ নেতা থাকে। তাকে শেখাবেন, পাঁচটি ডলার কুঁড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে একটি উপার্জিত ডলার অধিক মূল্যবান । এও তাকে শেখাবেন, কিভাবে বিজয়োলণ্ঢাস উপভোগ করতে হয়। হিংসা থেকে দূরে থাকার শিক্ষাও তাকে দিবেন। যদি পারেন নীরব হাসির গোপন সৌন্দর্য তাকে শেখাবেন। সে যেন আগেভাগেই এ কথা বুঝতে শেখে যারা পীড়নকারী তাদেরই সহজে কাবু করা যায়। ভয়ের মাঝে কী রহস্য লুকিয়ে আছে, তাও তাকে বুঝতে শেখাবেন। আমার পুত্রকে শেখাবেন, বিদ্যালয়ে নকল করার চেয়ে অকৃতকার্য হওয়া বেশি সম্মানজনক। নিজের ওপর তার যেন সুমহান আস্থা থাকে। এমনকি সবাই যদি সেটাকে ভুলও মনে করে। তাকে শেখাবেন, ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্র আচরণ করতে, কঠোরদের প্রতি কঠোর হতে। আমার পুত্র যেন এ শক্তি পায়- হুজুগে মাতাল জনতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করার। সে যেন শিখে দুঃখের মাঝে কীভাবে হাসতে হয়। আবার কান্নার মাঝে লজ্জা নেই এ কথা তাকে বুঝতে শেখাবেন। যারা নির্দয়, নির্মম তাদের সে যেন ঘৃণা করতে শেখে আর অতিরিক্ত আরাম-আয়েশ থেকে সাবধান থাকে। আমার পুত্রের প্রতি সদয় আচরণ করবেন কিন্তু সোহাগ করবেন না, কেননা আগুনে পুড়েই ইস্পাত খাঁটি হয়। আমার সন্তানের যেন অধৈর্য হওয়ার সাহস না থাকে, থাকে যেন তার সাহসী হওয়ার ধৈর্য। তাকে এ শিক্ষাও দিবেন- নিজের প্রতি তার যেন সুমহান আস্থা থাকে আর তখনই তার সুমহান আস্থা থাকবে মানব জাতির প্রতি।

আপনার বিশ্বস্ত
আব্রাহাম লিঙ্কন।

সুত্রঃ ইন্টারনেট

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ (স্কুল ও কলেজ)

- অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত।
- ডিজিটাল হাজিরা গ্রহণের মাধ্যমে অভিভাবকগণকে হাজিরা নিশ্চিতকরণ এস.এম.এস প্রদান করা হয়।
- Feed Back (FB) ক্লাসের মাধ্যেমে প্রতিদিন পড়া আদায় করা হয়।
- প্রতি দশজন শিক্ষার্থীর জন্য একজন গাইড শিক্ষক।
- আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা ও আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি।
- প্রতিষ্ঠানের পড়া প্রতিষ্ঠানেই শেখানো হয়, কোন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়তে হয় না।
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন।
- প্রতি সপ্তাহে (রবিবার) ক্লাস টেস্ট পরীক্ষা।
- শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে Parents meeting এর মাধ্যমে অভিভাবকদের নিয়মিত অবহিত করা।
- ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, নবম, দশম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীদের বিশেষ যত্ন এবং শ্রেণি কার্যক্রমের অতিরিক্ত বিশেষ ক্লাস এর ব্যবস্থা।
- ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম থেকেই বাংলা, ইংরেজি ও গণিতসহ সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ শিক্ষাদান।
- কম্পিউটার শিক্ষা, ক্লাস পার্টি ও স্টাডি ট্যুর এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান।
- শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামতের সমন্বয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
- গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুযোগ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক নিজস্ব জেনারেটর এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।
- CCTV ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা রক্ষী দ্বারা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- ছাত্র/ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ভ্যানের ব্যবস্থা আছে।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সঙ্গে ইসলাম শিক্ষা (নাযেরা ও নূরানী) শিক্ষার সমন্বয়।
- সার্বক্ষনিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়মিত বিতর্ক ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগীতা, Spoken English, মেরিট হান্ট কম্পিটিশন , বিজ্ঞান ও ICT মেলা, বিভিন্নসাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা, খেলাধুলাও সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (স্কুল ও কলেজ)

- শৈশব ও কৈশোর কালকে আনন্দময় ও উপভোগ্য করে গড়ে তোলা।
- শিশুর মনে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানো এবং ইংরেজি ভাষা ও ডিজিটাল প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জনের ভিত্তি মজবুত করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীর অভয়ারণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
- শিক্ষার্থীর গুণাবলী উন্মোচিত করা ও সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহিত করা।
- কর্মমুখী মানসিকতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে যোগ্য মানব সম্পদ তৈরি করা।
- সৎ, পরিশ্রমী, সচেতন, যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য মৌলিক সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- বয়স এবং মানসিক অবস্থার সাথে ভারসাম্যযুক্ত শিক্ষা প্রদান করা।
- মূলত পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে আদর্শ মানুষ
- তৈরি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

ব্যক্তিগত প্রতিবেদন বা ডায়েরি

ব্যক্তিগত প্রতিবেদন বা ডায়েরি লিখন শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী ও অভিভাবক-অভিভাবিকামন্ডলীর মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন হলো ডায়েরি লিখন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ডায়েরি সরবরাহ করা হয়। ডায়েরিতে ক্লাস রুটিন, বাড়ির কাজ, আগামি দিনের পড়া, ছুটির নোটিশ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করবে। অভিভাবকগণ প্রতিদিন ডায়েরি দেখে নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর প্রদান করবেন। কোন মন্তব্য বা বার্তা থাকলে নির্ধারিত স্থানে লিখে শিক্ষককে জানাবেন। শিক্ষকবৃন্দও অনুরূপভাবে অভিভাবক গণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

শিক্ষাবর্ষ (স্কুল ও কলেজ)

- প্লে-গ্রুপ, নার্সারি (প্রি স্কুল বাংলা মাধ্যম) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর।
- প্লে-গ্রুপ, নার্সারি (প্রি স্কুল ইংলিশ ভার্সন) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর।
- ১ম - ৫ম শ্রেণি (প্রাইমারি স্কুল বাংলা মাধ্যম) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর।
- ১ম - ৫ম শ্রেণি (প্রাইমারি স্কুল ইংলিশ ভার্সন) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর।
- ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি (মাধ্যমিক স্কুল বাংলা মাধ্যম) ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর।

আয়ের উৎস

১। সরকারি অনুদান: যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি অলাভজনক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। তাই ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি অনুদান গ্রহণ করা হয় না। একইভাবে প্রতিষ্ঠানকে সরকারিকরণ করা যাবে না। তবে শর্ত ছাড়া, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সরকারি অনুদান গ্রহণ করা যাবে। এখন পর্যন্ত কোন অনুদান গ্রহণ করা হয়নি।

২। বেসরকারি সংস্থা: বেসরকারি সংস্থা থেকে দেয়া অনুদান ফাউন্ডেশনের নীতি আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলে তা গ্রহণ করা যাবে। তবে এখনও কোন অনুদান গ্রহণ করা হয়নি।

৩। ব্যক্তিগত অনুদান সমাজের স্বচ্ছল ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অনুদান গ্রহণ করা যাবে। কোন ব্যক্তি অর্থ অথবা বস্তুগত সাহায্য প্রদান করতে পারেন, বিনিময়ে সে ব্যক্তির নাম ফাউন্ডেশনের অনুদানকারী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। এ পর্যন্ত কোন অনুদান নেওয়া হয়নি।

৪। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ: ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তার জন্য দেশী-বিদেশী শিল্পীদের সহযোগীতায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা যাবে।

৫। বিদেশি সাহায্য সংস্থার অনুদান: বিদেশি সাহায্য সংস্থার অনুদান ফাউন্ডেশনের আদর্শের পরিপন্থী না হলে তা গ্রহণ করতে প্রতিষ্ঠানের কোন আপত্তি থাকবে না। এ পর্যন্ত কোন অনুদান বা সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি।

৬। শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন: অলাভজনক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার শিক্ষার্থীবৃন্দ সমভাবে বহন করবে এই নীতিকে সামনে রেখে সবসময় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে নির্ধারিত শিক্ষাব্যয় শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দ বহন করবে।

নির্ধারিত শিক্ষাব্যয়

১। মাসিক বেতন
২। বিশেষ প্রশিক্ষণ (কম্পিউটার, ভাষা শিক্ষা, স্বাস্থ্যজ্ঞান)
৩। গবেষণাগার
৪। গাইড ফি
৫। শিক্ষক ভাতা
৬। নিবন্ধীকরণ
৭। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা
৮। সংস্থাপন ও উন্নয়ন
৯। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড
১০। গ্রন্থাগার
১১। শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা
১২। অতিরিক্ত শিক্ষা
১৩। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম
১৪। বিবিধ।

পাঠদান পদ্ধতি

বছরের শুরুতে আধুনিক ও বাস্তবমুখী পাঠদান পদ্ধতিতে পুরো শিক্ষাবর্ষকে ৪ (চার) ভাগে ভাগ করে কোর্সভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী পাঠদান ও উন্নতমানের নোট প্রদান করা হয়। অপেক্ষাকৃত কঠিন ও জটিল বিষয়গুলোর জন্য রয়েছে ক্লাস টাইমের পর অতিরিক্ত গাইড ক্লাসের ব্যবস্থা।যে কোন দূর্যোগকালীন সময়ে অনলাইনে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতি পরীক্ষার পূর্বে লেকচার শীট সরবরাহ করা হয়। এই লেকচার শীট আলোচ্য বিষয়ের মূল প্রসঙ্গসহ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ উল্লেখ থাকে এতে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত ও বিশেষ ফলদায়ক হয়।

বইপত্র ও অন্যান্য তথ্য

১। শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে পাঠ্যবই ও খাতাপত্রের তালিকা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দেয়া হয়। তালিকা বহির্ভূত কোন পুস্তক সংশিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা প্রতিষ্ঠানে আনা যাবে না।

২। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শ্রেণি শিক্ষক/শিক্ষিকার মাধ্যমে খাতা সরবরাহ করা হয়।

৩। প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত ডায়েরি অফিস থেকে সংগ্রহ পূর্বক প্রতিদিন উহা ক্লাসে নিয়ে আসতে হবে।

৪। ক্লাস রুটিন অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের বই-খাতা প্রতিদিন নিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ এর ব্যবহার

- শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয়।
- ছবি এঁকে শেখানো হয় এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গানের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

অডিও ভিজুয়াল শিক্ষা মাধ্যম/মাল্টিমিডিয়া ক্লাস

প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ছাড়াও কম্পিউটার, প্রজেক্টর ও বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষা আনন্দময় এবং আকর্ষণীয় করা হয়। তাছাড়া কম্পিউটার ভিত্তিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং শিক্ষামূলক ছবি ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের জন্য Multimedia Projector ব্যবহৃত হয়। এতে পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের যুগপযোগী জ্ঞান আহরণ ও বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতি

১। সাপ্তাহিক Feed back ক্লাস এর পড়ার ভিত্তিতে প্রতি রবিবার Class Test পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

২। প্রতি Term পরীক্ষার পূর্বে ১০০ নম্বরের আন্তঃপার্বিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যা Term পরীক্ষার সাথে যোগ করা হয়।

৩। সমগ্র শিক্ষাবর্ষ তিন অংশে বিভক্ত :
(ক) ১ম মূল্যায়ন/সাময়িক পরীক্ষা
(খ) ২য় মূল্যায়ন /সাময়িক পরীক্ষা
(গ) অর্ধ-বার্ষিক
(ঘ) চূড়ান্ত মূল্যায়ন/বার্ষিক পরীক্ষা

ফলাফল প্রকাশ

বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন সকল পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে শিক্ষাবোর্ডের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রকাশ করা হয়ে থাকে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এবং সম্পূর্ণ নির্ভূলভাবে ফলাফল প্রকাশের সুবিধার্থে কম্পিউটারে বিশেষ প্রোগ্রামিং নেটওয়ার্ক রয়েছে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে নির্মিত Software এর সাহায্যে প্রত্যেক পরীক্ষার শেষ হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবং সমন্বিত ফলাফল বিবরণী (Computer Print Out) শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ নিজে ঘরে বসেই অনলাইন থেকে ফলাফল সংগ্রহ করতে পারেন।

জাতীয় দিবস পালন

প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ ও জাতীয় দিবস সমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এসব দিবসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়।

এক নজরে বিগত বছরের ফলাফল

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের হার	জিপিএ ৫
২০১১	০৫	১০০%	০৩
২০১২	০৯	১০০%	০৫
২০১৩	১৩	১০০%	০৭
২০১৪	১৫	১০০%	০৬
২০১৫	২৫	১০০%	০৮
২০১৬	৩৪	১০০%	১১
২০১৭	২৭	১০০%	০৮
২০১৮	২৯	১০০%	১৩
২০১৯	৪৯	১০০%	১৪
২০২০	-	-	-

জে.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের হার	জিপিএ ৫
২০১৩	৮	১০০%	৪
২০১৪	১৫	১০০%	৮
২০১৫	১৩	১০০%	৬
২০১৬	২৩	১০০%	৯
২০১৭	২৯	১০০%	১১
২০১৮	৩২	১০০%	১৩
২০১৯	৪১	১০০%	১৭

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পরীক্ষার্থী	পাশের হার	জিপিএ ৫
২০১৭	১২	১০০%	০৩
২০১৮	২৮	১০০%	০৯
২০১৯	১৩	১০০%	০৪
২০২০	১৮	১০০%	০৫
২০২১	২৯	১০০%	১১
২০২২	১৭	১০০%	৭
২০২৩	৩৩	৯২%	৫

প্রগতিপত্র

১ম সাময়িক, ২য় সাময়িক /অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত একটি প্রগতিপত্র নির্দিষ্ট সময়ে অভিভাবকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বার্ষিক পরীক্ষা ব্যতীত সাপ্তাহিক পরীক্ষা, ১ম সাময়িক, ২য় সাময়িক / অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার খাতা অভিভাবকদের দেখানো হয়।

পরিচয়পত্র

সকল ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সীল ও স্বাক্ষরসম্বলিত পরিচয়পত্র প্রদান করা হয় এবং ক্যাম্পাসেস্থ বস্থানকালে সব সময় উক্ত পরিচয়পত্র সাথে রাখতে হবে। পরিচয়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পুনরায় নতুনভাবে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

অনুপস্থিতি

ব্যক্তিগত কারণে অনুপস্থিত থাকতে হলে, ছাত্র/ছাত্রীকে পূর্বানুমতি নিতে হবে। আকস্মিক অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে সঠিক কারণ দেখিয়ে ছুটি অনুমোদনের জন্য অধ্যক্ষের বরাবর আবেদন করতে হবে। অনুমোদন ছাড়া যে কোন অনুপস্থিতির জন্য প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে। ৫ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবককে উপস্থিত থেকে কারণ দর্শাতে হবে। অসুস্থতাজনিত কারণে একাধারে তিনদিন কিংবা তার বেশি দিন অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সঙ্গে চিকিৎসা প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম

শিক্ষার সাথে সহ শিক্ষার কার্যক্রম শিক্ষার্থীর অন্তর্লোক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষাসফর, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, বাংলা নববর্ষ বরণ, বিজ্ঞানমেলা, নবাগত সংবর্ধনা, কৃতি সংবর্ধনা, পিঠা উৎসব, ক্লাসপার্টি, দোয়ার অনুষ্ঠান, সেবামূলক কার্যক্রম, বিতর্ক প্রতিযোগীতা, ঈদ পূর্নমিলনী অনুষ্ঠান প্রভৃতি শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি অনেক সহ শিক্ষা কার্যক্রমও পরিচালিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার লক্ষ্যে এ কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অংশগ্রহণবাধ্যতামূলক।

অভিভাবক অতিথি মতবিনিময়

অভিভাবক দিবসে অভিভাবকবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ও পরীক্ষার ফলাফলের উন্নতির জন্য নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয় সম্পর্কে জেনে নেওয়া, পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নিয়মাবলি অভিভাবকদের জানানো হয়। সম্মানিত অভিভাবক ও অতিথিবৃন্দের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষকে মানসম্পন্ন করার জন্য সকলেরই উদ্যোগী হওয়া

প্রয়োজন। অভিভাবক ও অতিথি বৃন্দের মতামত, পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নে উজ্জ্বল অবদান রাখবে বলে আমরা সূর্দঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বিশেষ সার্ভিসঃ

১। নিয়মিত চিকিৎসা পরামর্শ
২। অসুস্থকালীন প্রাথমিক চিকিৎসা।
৩। স্টুডেন্টস কাউন্সিলিং
৪। গাইড টিচার সাপোর্ট
৫। অভিভাবক যোগাযোগের সুবিধা
৬। বিশেষ প্রয়োজনে টেলিফোনে সুবিধা
৭। এসএমএস সার্ভিস সুবিধা

পার্সোনাল ফাইল

বিদ্যালয়ে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য Personal File (ব্যক্তিগত নথি) তৈরি করা হয়। যাতে শিক্ষার্থীর ছবি, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরসহ সকল সনদের ফটোকপি সংরক্ষিত থাকে। বিদ্যালয় থেকে প্রেরিত সকল চিঠির অনুলিপি এবং শিক্ষার্থীর সব ধরনের আবেদন পত্র ফাইলে সংরক্ষন করা হয়।

White Board

লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ এমন একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে সনাতন চক- ডাস্টার/ ব্ল্যাক বোর্ডের পরিবর্তে White Board এবং Marker এর মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়।

রেকর্ড সংরক্ষন

আমাদের হিসাব শাখায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ছবিযুক্ত আইডি নম্বর অনুযায়ী জীবন বৃত্তান্ত সহ যাবতীয় তথ্য স্কুলের নিজস্ব ওয়েব সাইটে সংরক্ষন করা হয়। যার ভিত্তিতে অভ্যন্তরীন পরীক্ষা সমূহের ফলাফল, উপস্থিতি, ক্লাস রুটিন, পরীক্ষার রুটিন, হ্যান্ড নোট, টিউশন ফি প্রদানের রেকর্ড ইত্যাদি যাবতীয় ডাটা যথাসময়ে কম্পিউটারে ইনপুট করা হয়। যা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ নিজস্ব আইডি নম্বর ব্যবহার করে স্কুলের ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে সকল তথ্য ঘরে বসেই অনলাইন থেকে জানতে পারে।

ব্যবহারিক ক্লাস

শ্রেনিকক্ষে পঠিত তত্ত্বীয় বিদ্যাকে আরো কার্যকর এবং বাস্তব জীবনে দক্ষভাবে কাজে লাগানোর প্রয়োজনে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষাগারে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা ব্যবহারিক রূপ পায়। বর্তমানে

শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণিকক্ষের বাইরে এসে পাঠদান কার্যক্রমে একটি নতুন শিক্ষা ধারার সূচনা করেছে অত্র প্রতিষ্ঠানটি।

নিয়ম-শৃঙ্খলা

নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোসহ যে কোন ধরনের অসদাচরণ শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে।

১। প্রতিষ্ঠানের যে কোন নিয়ম লঙ্ঘন ।
২। পরীক্ষা বা ক্লাসে অসদুপায় অবলম্বন।
৩। শিক্ষক বা ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি কোনরূপ অশোভন উক্তি করা বা কোন জিনিস ছোঁড়া ।
৪। শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ, ডেস্ক, চেয়ার, টেবিল, হোয়াইট বোর্ড, দেয়াল ইত্যাদি অথবা টয়লেটে কোন কিছু লেখা।
৫। দলবদ্ধভাবে কোনরূপ আবেদন জানাতে আসা। শ্রেণি প্রতিনিধি বা ব্যক্তিগতভাবে আবেদন উপস্থাপন করা যাবে।
৬। অনুমতি ব্যতীত এক শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীর অন্য শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ।
৭। প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পদের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন ।
৮। কোন ছাত্র/ছাত্রী কর্তৃক অপর ছাত্র/ছাত্রীর বই, খাতা, ব্যাগ ইত্যাদিতে বিনা অনুমতিতে হাত দেওয়া/ধরা।
৯। শিক্ষক/শিক্ষিকা, অভিভাবকবৃন্দ, সিনিয়র ছাত্র ছাত্রীদের যথাযথ সম্মান না করা।
১০। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সম্মানজনক দূরত্ব বজায় না রাখা।
১১। পাঠের জন্য অপ্রয়োজনীয় কোন বই, লিফলেট বা দ্রব্যাদি প্রতিষ্ঠানে আনা বা সঙ্গে রাখা।
১২। খেলাধুলার সরঞ্জাম অনুমতি ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানে আনা, প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত পোশাক ব্যতীত অন্য পোশাক, ক্যাপ, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি পরিধান করা। ছাত্রদের চুল ও নখ বড় রাখা।
১৩। কোন শিক্ষক/শিক্ষিকার আদেশ অমান্য করা।
১৪। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ক্লাস বা পরীক্ষা বর্জন করা।
১৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ

- প্রতি বৃহস্পতিবার ক্লাস ছুটির পর শ্রেণি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।
- প্রতি মাসের ১ম শনিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় (সকল শ্রেণি)
- Parents Meeting প্রতি মাসের ১ম শনিবার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান অভিভাবকদের সাথে Meeting এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সমস্যা এবং গঠনমূলক পরামর্শ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ।
- প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ফরমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে।
- ভর্তির সময় পরিশোধিত ফি অফেরৎযোগ্য।
- সেশন ফি প্রতি বছর এককালীন প্রদেয়।
- বিভিন্ন পরীক্ষার ফি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত।
- শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি (স্কুল ও কলেজ শাখা)
- বছরের যে মাসেই ভর্তি করানো হোক না কেন জানুয়ারি মাস থেকে বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- মাসিক বেতন প্রতি ইংরেজি মাসের ১ থেকে ৭ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ করতে অপারগ হলে প্রতি মাসের জন্য ৫০/= টাকা হারে বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে। পরপর তিন মাস বেতন পরিশোধ না করলে ভর্তি বাতিল গণ্য হবে এবং পুনরায় ভর্তি ফি প্রদান করে ভর্তি হতে হবে।

- প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত পোশাক ও ব্যাজ পরিধানপূর্বক পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে, নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতে হবে। ছাত্রদের চুল ছোট রাখা, ধূমপান থেকে বিরত থাকা লক্ষ রাখুন।
- ক্লাস শুরুর ১০ মিনিট পূর্বে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে।
- ছুটির ১০ মিনিট পূর্বে অভিভাবকদের প্রতিষ্ঠানের গেটে উপস্থিত থাকতে হবে।
- পিতা/মাতা/মনোনীত অভিভাবকের সঙ্গে শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে পারবে।
- প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত সময়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশেষ ব্যবস্থায় অসুস্থ ছাত্র/ছাত্রীদের বেলায় ডাক্তারী সার্টিফিকেট জমাদান সাপেক্ষে পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির অনুমতি দেয়া হবে।
- প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যাবতীয় পরামর্শ এবং অভিযোগ প্রতিষ্ঠান চলাকালীন সময়ে সরাসরি অধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে পেশ করা যাবে।
- প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন বা শৃংখলা বিরোধী কোন কার্যকলাপের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হবে।
- প্রতিনিয়ত সন্তানের লেখাপড়ার খোঁজ নিলে তারা সতর্ক থাকে ও পড়ালেখায় উৎসাহী হয়।
- ছাত্র-ছাত্রীর আচরনে কোন সমস্যা থাকলে কিংবা বাসায় নিয়মিত পড়ালেখা না করলে বা আপনার সন্তানের ব্যক্তিগত কোন সমস্যা থাকলে দ্রুত তা সমাধান করে ফেলুন। প্রয়োজন মনে করলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিন।
- ছাত্র-ছাত্রীর কোন অপরাধমূলক কাজ গোপন না রেখে তা দ্রুত সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। অন্যথায় আপনার সন্তানের আলোকিত ভবিষ্যৎ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- ছাত্র-ছাত্রীর বাসায় বা বিদ্যালয়ে মোবাইল ব্যবহারে বিরত রাখুন।
- ফি সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করুন এবং বিদ্যালয়ের নির্ধারিত মানি রিসিট ছাড়া কোন ফি প্রদান করবেন না। স্কুলের যাতায়াত ও টিফিন খরচ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ হিসাব করে প্রদান করুন। মনে রাখবেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আপনার সন্তান কে বিপথগামী করতে পারে।

নাযেরা ও নূরানী শিক্ষা

বাংলা মাধ্যমের পাশাপাশি একমাত্র অত্র প্রতিষ্ঠানেই ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব রাখে। যা আপনার সন্তানের নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধে জাগ্রহ হবে। একজন আদর্শ মুসলিম নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠান প্লে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত নাযেরা ও নূরানী শিক্ষা প্রদান বরেন। এতে করে আপনার সন্তান স শুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে পারবে। পাশাপাশি বিভিন্ন হাদীস, দোয়া, নামাজ শিক্ষা, ইসলামি আদব কায়দায় প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে প্রতি পরীক্ষায় আরবি ও কোরআন শিক্ষার উপর ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ভর্তি পদ্ধতি

- স্কুলের নির্ধারিত ফরমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে। স্কুল অফিসে ২০০/= টাকা। অথবা স্কুলের ওয়েব সাইটে ভর্তি অনলাইন ভর্তি আবেদন ফরম পূরণ করতে পারবেন।
- প্রদানপূর্বক ভর্তি ফরম সংগ্রহ করা যাবে।
- যথাযথভাবে পূরণকৃত ভর্তি ফরমের সঙ্গে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি জমা দিতে হবে।
- প্রত্যেক অভিভাবকের এক কপি রঙিন ছবি জমা দিতে হবে।
- পূর্বে অধ্যয়নরত বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র/রিপোর্ট কার্ড ও জন্ম নিবন্ধন এর অনুলিপি প্রদান করতে হবে।
- আবেদন ফরম জমাদানের পর ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় (লিখিত ও মৌখিক) অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।
- ভর্তির সময় বাবা/মা কিংবা মনোনীত অভিভাবককে সঙ্গে আসতে হবে।

বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তির সম্ভাব্য বয়সসীমা ও ক্লাসের সময়সূচি

শ্রেণি	বয়স	প্রভাতি শাখা	দিবা শাখা
প্লে-গ্রুপ	৩ বছর +	সকাল: ৮.০০-১০.৩০ মি.	
নার্সারী	৪ বছর +	সকাল: ৮.০০-১০.৩০ মি.	
কেজি (শিশু)	৫ বছর +	সকাল: ৮.০০-১০.৩০ মি.	
প্রথম	৬ বছর +	সকাল: ৮.০০-১১.০০ মি.	
দ্বিতীয়	৭ বছর +	সকাল: ৮.০০-১১.০০ মি.	
তৃতীয়	৮ বছর +	সকাল: ৮.০০-১.০০ মি.	
চতুর্থ	৯ বছর +		বেলা: ১১.০০-৪.০০ মি.
পঞ্চম	১০ বছর +		বেলা: ১১.০০-৪.০০ মি.
ষষ্ঠ	১১ বছর +		বেলা: ১১.০০-৪.০০ মি.
সপ্তম	১২ বছর +		বেলা: ১১.০০-৪.০০ মি.
অষ্টম	১৩ বছর +		বেলা: ১১.০০-৪.০০ মি.
নবম	১৪ বছর +		বেলা: ১১.০০-৪.০০ মি.
দশম	১৫ বছর +		বেলা: ১১.০০-৪.০০ মি.

একাডেমিক খরচ/বিবিধ ফি সমূহ

শ্রেণি	সেশন	ভর্তি ফি	টিউশন ফি	কোচিং ফি
প্লে-গ্রপ-৫ম শ্রেণি	৮০০	৭০০	৪০০	-
৬ষ্ঠ- ৮ম শ্রেণি	৮০০	৮০০	৪৫০	-
৯ম-১০ম শ্রেণি (ব্যবসা শিক্ষা ও কলা)	১২০০	১০০০	৫০০	-
৯ম-১০ম শ্রেণি (বিজ্ঞান))	১২০০	১২০০	৫০০	-

পোশাক-পরিচ্ছদ (স্কুল শাখা)

ছাত্র (প্লে গ্রুপ-কেজি) ঃ কালো রঙের প্যান্ট, সাদা হাফ শার্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা, স্কুল নির্ধারিত টাই, সোল্ডার, মনোগ্রাম।

ছাত্রী (প্লে গ্রুপ -দ্বিতীয় শ্রেণি) ঃ সাদা শার্ট, জলপাই রঙের স্কার্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা, সাদা ক্রস বেল্ট স্কুল নির্ধারিত টাই, সোল্ডার, মনোগ্রাম।

ছাত্র (প্রথম-দশম শ্রেণি) ঃ কালো রঙের প্যান্ট, সাদা শার্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা,
ঃ স্কুল নির্ধারিত টাই, সোল্ডার, মনোগ্রাম।

ছাত্রী (তৃতীয়-দশম শ্রেণি) ঃ জলপাই রঙের ফ্রগ, জলপাই রঙের বেল্ট, সাদা মোজা, কালো জুতা, সাদা ক্রস বেল্ট
ঃ স্কুল নির্ধারিত টাই, সোল্ডার, মনোগ্রাম, সাদা স্কার্ফ, সাদা রঙের সালোয়ার।

শীতকালীন

ছাত্র/ছাত্রী (বাংলা মাধ্যম)	৪র্থ-৫ম শ্রেণি ফুলহাতা লাল সোয়েটার এবং ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি ফুলহাতা নীল সোয়েটার

বিঃ দ্রঃ পোশাকের রং এর নমুনা ব্যবহৃত টাই এবং মনোগ্রাম স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে। রং এর ভিন্নতা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা

সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস অগ্নিনির্বাপক সরাঞ্জামাদি, সি.সি ক্যামেরা ও নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষীদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ডিজিটাল হাজিরার মাধ্যমে অভিভাবককে হাজিরা নিশ্চিতকরণ এস.এম.এস প্রদান করা হয়।

ভর্তি বাতিল ও T.C গ্রহণের নিয়মাবলি

ভর্তি হওয়ার পর কোন শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল বা T.C নিতে চাইলে নিম্নোক্তপন্থা অনুসরণ করতে হবে:

১। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে যুক্তিযুক্ত কারণের বৈধ প্রমাণপত্র এবং অভিভাবকের সুপারিশসহ অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করতে হবে।

২। বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরম স্বহস্তে পূরণ করে আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

৩। ছাড়পত্র/ভর্তি বাতিলের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বৃত্তি/প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধা বহাল থাকবে না অর্থাৎ শিক্ষার্থী যে শিক্ষাবর্ষ/সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেছে সেই শিক্ষাবর্ষ / সময় পর্যন্ত ভর্তি ফি সহ সম্পূর্ণ খরচ প্রযোজ্য হবে।

পাঠ্য বিষয়সমূহ ঃ (বাংলা মাধ্যম স্কুল শাখা)

১। প্লে গ্রুপ কেজি শ্রেণিঃ বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান, Conversation, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, ছড়া, ড্রইং ও নাযেরা ও নূরানী শিক্ষা।

২। প্রথম - নবম শ্রেণি ঃ NCTB কর্তৃক প্রকাশিত নির্ধারিত পাঠ্যবই।

টুনটুনি পাখি

তানহা (বিজ্ঞান শাখা)
১০ম শ্রেণি, রোল-৩

রাজ্যের সকল খবর এখন
টুনটুনির কাছে,
এমন কথা বলে বেড়ায়
নিন্দুকেরই পাছে
ছোট্ট একটি বাসা নিয়ে
মনে কত আশা।
বিয়ে দেবে বাবা-মায়ের
স্বপ্ন তাদের খাসা।
নতুন করে বুনবে বাসা
পড়বে না আর পানি
দূর হবে তার দুঃখ-কষ্ট
লোকের কানাকানি
আনতে গিয়ে খড়ের বোঝা
বন্দী হলো পাখি,
ঝুলবে নাকি ফাঁসির কাষ্ঠে
অশ্রু কোথায় রাখি।

জাতির জনক

হাজেরা আক্তার মাহিয়া
৭ম শ্রেণি, রোল-৪

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু আমরা সবাই জানি,
স্বাধীনতার ঘোষক তিনি আমরা সবাই মানি।
তিনি না থাকলে এ দেশ হতো না স্বাধীন,
সারা জীবন থাকতে হতো মোদের পরাধীন।
সব সময় চাইতেন তিনি, দেশের ভালো করতে,
সবুজ-শ্যামল, সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে।
বাংলার মাটি বাংলার মানুষ সব ছিল তার প্রাণ,
দেশের জন্য সবার আগে বাজি রেখেছেন জান।
বঙ্গবন্ধুর ডাকেই সবাই ছাড়ল তাদের ঘর,
দেশের জন্য যুদ্ধ করল ভূলে আপন পর।
বুড়ো-জোয়ান যুদ্ধে গেলো বঙ্গবন্ধুর ডাকে,
দেশকে স্বাধীন করল গড়বে সোনার বাংলাদেশ
দেশের মানুষ থাকবে সুখে, দুঃখ তাদের হবে শেষ।
দেশের মানুষ পেটটি ভরে খেতে পাবে ভাত,
একসাথে থাকবে সবাই যতই আসুক আঘাত।

মা

শেখ মনিকা আনোয়ার সারিকা
৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল-০২

মা আমার জীবন সাথী
মা আশার আলো।
মাকে ছাড়া এই দুনিয়া
লাগবে না আর ভালো
মা যে আমার আধার রাতে
চাঁদের মত হাসি
তাইতো আমি আমার মাকে
খুব যে ভালোবাসি
মা আমার এই জীবনে
কোটি টাকার বাড়ি
মাকে ছেড়ে যাব নাকো
এই দুনিয়া ছাড়ি।

বন্ধু আমার বই

পায়েল আক্তার পাপিয়া
৭ম শ্রেণি, রোল নং-২৭

আজকে নতুন বই পেয়েছি
মানুষ হওয়ার মই পেয়েছি
বন্ধু আমার বই।
নতুন বইয়ের গন্ধে আমি
বিভোর হয়ে রই।
বইগুলোকে জড়িয়ে বুকে
ফিরে এলাম বাড়ি
যত্ন করে কাগজ দিয়ে
মুড়াই তাড়াতাড়ি।
একটার পর একটা নিয়ে
পড়া করি শেষ
বইয়ের মাঝে ডুবে আমি
হই যে নিরুদ্দেশ।

একটি পাখি উড়েছিল

নাবিলা
৮ম শ্রেণি, রোল: ৩৩

একটি পাখি উড়েছিল
আকাশেতে ঘুরেছিল
কণ্ঠে তাহার ছন্দ বাহার
মধুর মত সুর ছিল।
সুরে সুরে অন্তপুরে
সুখের বাহার উড়ছিল
হঠাৎ করে শব্দ কিসের
মনের মাঝে দুঃখ বিষের
সামনে যাহা সত্য তাহা
মারলো কে যে গুলি
মনটা ভারি করছিল
কষ্টগুলি কাটার মতো
মনটাকে ফুঁড়ছিল,
আমার আখি পাখির শোকে
থেমে থেমে পুড়ছিল।

পেটুক মামা

রওজা
৩য় শ্রেণি, রোল: ২৬

নামটি তাহার পেটুক মামা,
পেটটা বেজায় মোটা।
সকাল বেলা নাস্তা খেতে
লাগবে রুটি শ'টা।
বলেন মামা খাওয়ায় নাকি
তেমন রুচি নাই।
দুপুর বেলা মাত্র আমি
বাইশ প্লেট ভাত খাই।
রাস্তা দিয়ে চলতে গেলে
সবাই বলে আরে
চেয়ার মোড়া ভাঙ্গে সবার
আমার মামার ভারে।
তাইতো আমার মামা-এখন
খায়না রাতে ভাত
গোটা বিশেষ সাগর কলায়
কাটান সারা রাত।

আমার বাবা

মেহেদী হাসান
৫ম শ্রেণি, রোল: ১

বাবা নামের শব্দটি ভাই অনেক মধুর লাগে,
শুনলে তাহার গলার আওয়াজ মনে পুলক জাগে।
বাবা নামের বট গাছটি যদি না থাকে
নানা রকম অভাব সংকটে পড়বে যে বিপাকে।
বাবা নামের মানুষটি ভাই হয় যদিও কালো
কবু তাহার হাসিমুখটি লাগে অনেক ভালো।
বাবা আমার খুশির জন্য কতো কিছু করে,
দিন শেষে রাত হলে তবেই বাবা ফিরে।
বাবা আমার অনেক ভালো গল্প বলতে পারে,
শুনতে তাহার গল্প বাহার মনটি যেন ভরে।
অফিস থেকে ফিরলে বাবার মুখটি থাকে ভার
চিন্তা তাহার মনের মধ্যে শেষ হয় না আর।
তবুও বলি বাবা তোমায় অনেক ভালোবাসি
সারাটা দিন থেকো তুমি এমন হাসি-খুশি।

"ভূতুরে মরা বট গাছ"

মারিয়া আক্তার
১০ম শ্রেণি, রোল: ০৬

অনেকদিন আগের কথা। গ্রামের নাম নিশিকান্তপুর। এক রাতে দুই বন্ধু জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল। এক বন্ধুর নাম পলাশ আর অপর জন শিমুল। সেদিন রাতে খুব ঝঁড় হচ্ছিল। আর তারা খুব ভয় ও পেয়েছিল। তবুও তারা রাস্তা অতিক্রম করে সামনে এগোতে থাকে। কিছু দূর যাওয়ার পর তারা এক অভিশপ্ত গাছের নিচে দাড়াল। তারা দেখতে পেল ঐ অভিশপ্ত মরা বট গাছটি এখন জীবন্ত। এমন অবস্থা দেখে তারা দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ঐ গাছে থাকা ভূত পলাশ কে নিয়ে নেয় এবং তার দেহ থেকে মাথা আলাদা করে ফেলে। সে রাতে ঐ ভূতের হাত থেকে রেহাই পায়নি শিমুল। তার কিছুদিন পর শহর থেকে এক নতুন ডাক্তার আসে গ্রামের পুরানো হাসপাতালটিতে। নাম তার পার্থক্যকুমার হালদার। ডাক্তার বাবু বাসা থেকে গ্রামে নেমে রাস্তা দিয়ে যেতেই রাস্তার পাশে লাল সুঁতাই বাঁধানো একটি সোনার কলস দেখতে পায় এবং সাথে করে নিয়ে যায়। এ গ্রামের ভিতরে একটি বাড়িতে তাকে থাকতে দেওয়া হয়। রাত যখন, প্রায় ৩ টা তখনই সোনার কলসটি শব্দ করতে থাকে এবং বলতে থাকে কলসটিকে যেন ঐ অভিশাপ্ত মরা বট গাছের নিচে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর না হলে তার গা গলা কেটে দেওয়া হবে। এই সব দেখে ডাক্তার বাবু সেখানেই নিজের জ্ঞান হারান। তার পর দিন সকালে গ্রামের এক লোক আসেন ডাক্তার বাবুকে গ্রামের পুরানো হাসপাতালটিতে নিয়ে যেতে। লোকটির নাম রমেশ । রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রমেশ ডাক্তার বাবুকে বলছিল এখানকার জঙ্গলে এক অভিশপ্ত মরা বট গাছ রয়েছে আর সেখানে কিছু দিন পর পরই গলা কাটা লাশ পাওয়া যায়। আরও বলছিলেন গ্রামের পুরানো হাসপাতালটি এ মরা বট গাছের পাশেই তাই সেখানে মানুষ খুব একটা থাকে না। আর তখনই ডাক্তার বাবু রমেশকে বলল কাল রাতে সে যখন গ্রামে চা খেতে দোকানে গিয়েছিল তখন সেখানে থাকা এক বৃদ্ধ লোক তাকে অভিশাপ্ত মরা বট গাছ সম্পর্কে বলেন। এক সময় এই বট গাছের নিচে এক তান্ত্রিক বাস করত। আর এই তান্ত্রিকের আত্মাকে এক সোনার কলসে বন্ধী করা হয় এবং ঐ গাছের নিচে পুতে রাখা হয়। কিন্তু, কিছু দিন পর কেউ ও একজন সোনার কলসটি বের করে তান্ত্রিকের আত্মাকে মুক্ত করে দেয়। আর তখন থেকেই তান্ত্রিক এই গ্রাম বাসিদের কাছ থেকে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে । কিন্তু ডাক্তার বাবু এসব কথা বিশ্বাস করেননি । এর কিছু দিন পর ডাক্তার বাবু ও রমেশ রাতের বেলা হাসপাতালের কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরছিল। আর তখনই ঐ মরা বট গাছের থেকে আওয়াজ আসছিল। ডাক্তার বাবু সাহস করে গাছটির দিকে এগুতে থাকে। আর তখনই ঐ অভিশাপ্ত বট গাছে থাকা ভূত ডাক্তার বাবু ও রমেশ কে মেরে ফেলে। পর দিন গ্রাম বাসিরা তাদের গলা কাটা লশ দেখে ভয় পায় এবং সবাই এ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যায়। আর সেখানে শুরু করে তাদের নতুন জীবন।

সমাপ্ত

"সৎ মানুষ"

আফরিন
নবম শ্রেনি, রোল: ১০ (বিজ্ঞান শাখা)

এক গরিব রাখাল ছেলে। মাকে নিয়ে তার ছোট সংসার। সে খুবই সহজ সরল ও সৎ। সে মাঠে মাঠে গরু চরায়। তার নিজের কোনো গরু নেই। অনের গরু নিয়ে সারাদিন মাঠে থাকে। বিকেল হলে ঘরে ফিরে। মা যা দেয় তাই দিয়ে খেয়ে নেয়। কোনো কথা বলে না। খেয়ে দেয়ে চুপচাপ বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। একদিন রাখালে মা বলল, 'বাবা, আর কত দিন অন্যের গরু চরাবি? এবার নিজে একটা গরু কিন। মায়ের কথা শুনে। রাখাল ছেলে খুব খুশি হয়। খুশি হয়ে রাখাল তার মাকে বলল, বেশ, তুমি যখন গরু কিনতে বলেছ- আমাকে গরু কিনতেই হবে।" ছেলের কথায় মা-ও খুশি হল। পরের দিন মাঠের পাশে আম গাছের নিচে গিয়ে বসল রাখাল। বসে কী করে একটা গরু কেনা যায় ভাবল। তখনি আম গাছ থেকে একটা আম পড়ল। ওর ভিষণ ক্ষুধা পেয়েছিল। তাই আমটা খেতে চাইল। রাখাল মুখের কাছে তুলে ধরল আমটা। আমটায় কামড় বসাল । আমটা ছিল খুব টক। তাই এক কামড় খেয়েই রাখাল আমটা ফেলে দিল। এই দেখে আম গাছটা কষ্ট পেল। বলল, 'রাখাল আমার আমটা ফেলিস না খেয়ে নে। আম গাছের কথায় রাখাল আবার আমটা হাতে নিল । রাখাল- বলল, তোমার আমটা খুব টক। খাওয়া যায় না।' আম গাছ বলল,' তা আমি জানি। তুই আমার আমটা খা। তোকে অনেক হীরে মুক্তা দেব। আম গাছের কথা রাখালের বিশ্বাস হল । সে টক আমটা খেল। খেয়ে বলল, এবার আমাকে হীরে, মুক্তা দাও আম গাছ বলল,' আমার ঐ ডান পাশটায় মাটি খুঁড়ে দেখ। সাতটা সোনার কলস দেখতে পাবি। কলস-গুলো হীরে-মুক্তোয় ভরা।' রাখাল ছেলে আম গাছের ডান দিকে ছুঁড়ল। খুঁড়ে সত্যি খুঁড়ে সত্যি সত্যি বড় সাতটি কলস পেল। সবগুলো তুলে আনল। বড় সাতটি

রাখাল দেখল সত্যি সত্যি কলসগুলো হীরে-মুক্তোয় ভরা। কলসগুলো পেয়ে রাখাল খুব খুশি হল। আম গাছ বলল, " এবার শোন আমার আম কেন টক । মিষ্টি হলে সবাই এসে আমার আম খেত। হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে খোঁচা দিত। এক সময় হয়ত হীরার খোজ পেয়ে যেত। আমি চাইনি এসব অসৎ লোকদের হাতে যাক। এসব হীরে-মুক্তো ওরা হিসেব করে খরচ করত না। তুই সহজ-সরল মানুষ। তুই অন্যের গরু চরিয়ে দিন কাটাস। তোর দুঃখ আমাকে

কষ্ট দেয়। তাই তোকেই হীরে-মুক্তো দিয়ে দিলাম। তুই এসব বাড়িতে নিয়ে যা। ধীরে ধীরে বেঁচে টাকা জমাবি। তোর মতো অসহায় গরিবদের সাহায্য করবি অন্যের টাকার লোভে করবি না। কাউকে ঠকাবি না। তুই সৎ মানুষ । এগুলো সৎ মানুষের পুরস্কার। রাখাল ছেলে সাত কলস কলস হীরে-মুক্তো নিয়ে বাড়ি গেল। মাকে নিয়ে সুখে তার দিন কাটতে লাগল।

"ভূত ও বিজ্ঞান"

আনোয়ারা আক্তার
১০ম শ্রেণি, রোল: ০১ (বিজ্ঞান শাখা)

ভূত সম্পর্কে আমাদের সবারই কম বেশি জানা আছে। কিন্তু কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না যে ভূত কী সত্যি আছে নাকি নেই। কিন্তু বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কী বলে? কিছু কিছু ব্যক্তির মতে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তো সেদিন ভূতের বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন যেদিন তিনি বলেছিলেন-"Energy never disappears from the Universe" অর্থাৎ শক্তি এই পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যায় না। তাই অনেকের মতে আত্মাও যেহেতু একটি শক্তি তাই আত্মাও এই পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যায় না। বিজ্ঞান এবং Thermodynamics এর সূত্র অনুযায়ী - শক্তি কোনোদিন সৃষ্টি করা যায় না বা কোনোদিন ধ্বংস করা যায় না।

শক্তি কেবলমাত্র এক রূপ থেকে অন্য রূপে স্থানান্তরিত হয়। আপনি কি কখনো 'Near death experience' কথাটি শুনেছেন? Near death experience হল একটি ব্যক্তির জীবনের অদ্ভূত অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে একটি। পৃথিবীতে অনেক মানুষের দাবি যে, তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেও বেঁচে ফিরেছেন। এদের মতে সেই সময় (মৃত্যুর সময় কিছু আজব প্রকার আলো দেখা যায়। আর সেগুলো আমাদের শরীরে ধীরে ধীরে ঢুকতে থাকে। আসলে Near

death experience হল মৃত্যুর পূর্বকালীন অভিজ্ঞতা। বিজ্ঞানের সূত্র অনুসারে আত্মা নামের কিছু আছে এবং বিজ্ঞানের বর্ণনা অনুসারে আত্মা বা ভূত বলতে কিছুই নেই। কিন্তু প্যারানরমাল ইনভেস্টিগেটারদেও মতে, ভূত নামের কিছু আছে বলেই, বিভিন্ন আজব ভুতুরে ঘটনাগুলো ঘটে থাকে।

ছাত্র/ছাত্রীদের হাতে আঁকা কিছু ছবি

চৈতি আক্তার ঝর্ণা
৬ষ্ঠ শ্রেণি

উম্মে সাউদা আক্তার
৭ম শ্রেণি, রোল নং-০২

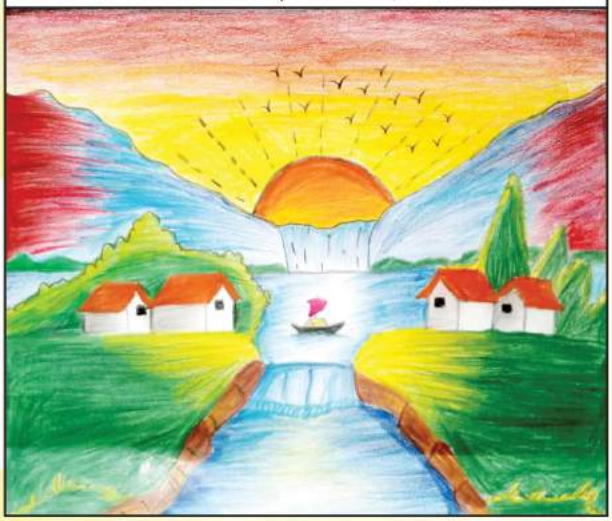

মোঃ রনি মিয়া
৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল নং-২৯

জান্নাত
৪র্থ শ্রেণি, রোল নং-০৩

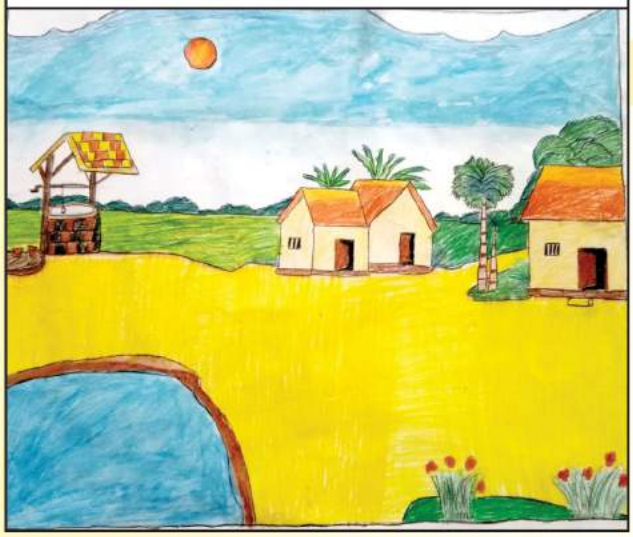

মোশারাত জাহান মহসিনা
৭ম শ্রেণি, রোল নং-১২

তাসমিয়া
৫ম শ্রেণি, রোল নং-০৫

মারিয়া আক্তার
১০ম শ্রেণি, রোল নং-০৬

শেখ মনিকা আানোয়ার সারিকা
৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল নং-০২

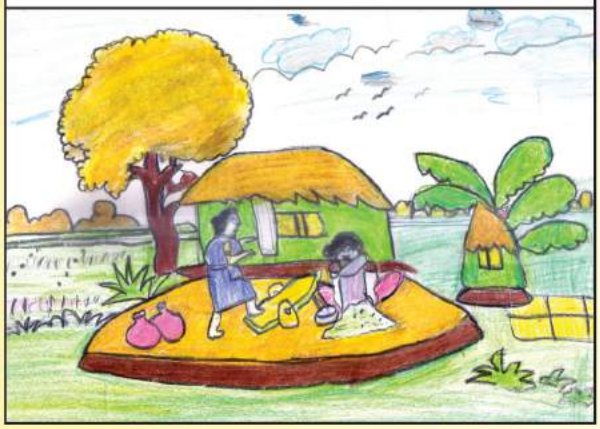

সুমাইয়া
৪র্থ শ্রেণি

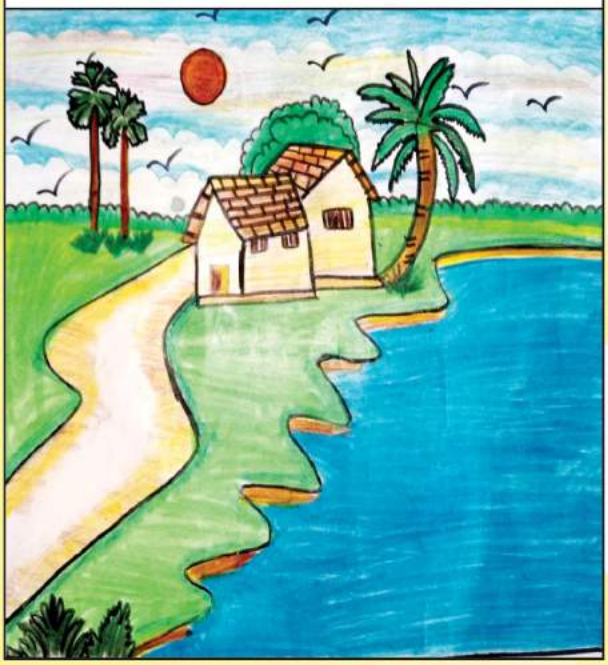

শেখ মনিকা আনোয়ার সারিকা
৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল নং-০২

মোশারাত জাহান মহসিনা
৭ম শ্রেণি, রোল নং-১২

লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

ভর্তি চলছে

১ যুগ পূর্তি উপলক্ষ্যে

৫০% ছাড়!

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে
প্লে-গ্রুপ থেকে ৯ম শ্রেণি

যোগাযোগঃ উত্তর আউচপাড়া (খাঁ-পাড়া রোড), টঙ্গী, গাজীপুর।, মোবাইলঃ ০১৯২৭-৮৭৩৭৫৭, ০১৯৬৮-৭৭৪১৮১
www.lisc.com.bd E-mail.lessonidealschool@gmail.com Fb page: Lesson Ideal School & College

স্মৃতির পাতায় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

স্মৃতির পাতায় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

স্মৃতির পাতায় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

স্মৃতির পাতায় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

স্মৃতির পাতায় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

স্মৃতির পাতায় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

স্মৃতির পাতায় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

স্মৃতির পাতায় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

স্মৃতির পাতায় লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

ADMISSION GOING ON...

Play Group to Class Nine

Best English & Hifzul Quran Educational Institute

We are the best Institute for spoken & learning English

কতিপয় বৈশিষ্ট্য

- দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা পাঠদান
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়
- প্রতি শ্রেণিতে আসন সংখ্যা সীমিত
- হাতের লেখা সুন্দর করার বিশেষ ব্যবস্থা
- সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা

LESSON IDEAL SCHOOL & COLLEGE

PROSPECTUS

LESSON IDEAL SCHOOL & COLLEGE

Est. 2012

TONGI, GAZIPUR

Let's your kids, study begin here

LESSON IDEAL SCHOOL & COLLEGE

Let's your kids, study begin here

PROSPECTUS

লেসন আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ

www.lisc.com.bd E-mail.lessonidealschool@gmail.com Fb page: Lesson Ideal School & College
যোগাযোগঃ উত্তর আউচপাড়া (খাঁ-পাড়া রোড), টঙ্গী, গাজীপুর ।, মোবাইলঃ ০১৯২৭-৮৭৩৭৫৭, ০১৯৬৮-৭৭৪১৮১

মূল্য=২০০ টাকা